সংবাদ

তারিখ 24 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

অযত্ন অবহেলায় ডাকসু সংগ্রহশালা

জহিরুল ইসলাম

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কথা মনে পড়লেই সবার চোখে ভেসে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেসব সংগ্রামের জানা-অজানা অনেক স্মৃতিচিহ্ন। সেই স্মৃতিচিহ্নগুলোকে সবার সামনে প্রদর্শন করতেই প্রতিষ্ঠা ডাকসু সংগ্রহশালার। কিন্তু স্থানস্বল্পতার কারণে অনেক স্মৃতিচিহ্ন অযত্ন-অবহেলায় পড়ে রয়েছে স্টোর রুমে। ১৯৯২ সালের ৭ জানুয়ারি ডাকসু সংগ্রহশালার কার্যালয় উদ্বোধন করেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এ ডাকসু সংগ্রহশালার জন্ম। জাতি হিসেবে আমরা বীরের জাতি। গৌরব করার মতো আমাদের আছে অনেক ইতিহাস-ঐতিহ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রতিটি ইতিহাসের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ সম্ভব হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই। এখানেই রচিত হয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ আরও অনেক আন্দোলনের ইতিহাস। এসব ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই জন্ম ডাকসু সংগ্রহশালার।

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের অগ্রণী নেতৃত্ব, বিবেক, অনুভূতি, মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটাতে আমাদের গৌরব, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও কীর্তিকে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ডাকসু সংগ্রহশালাকে আরও বিস্তৃত ও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন।

ডাকসু গঠনতন্ত্রের ১ ধারা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সংগ্রহশালাটি মধুর ক্যান্টিন সংলগ্ন পাঠাগারে স্থাপন করা হয়।

বর্তমানে ডাকসু ভবনের নীচতলায় সংগ্রহশালাটি অবস্থিত। ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য ডাকসুর সিনিয়র এটেনড্যান্ট গোপাল চন্দ্র দাসকে সংগ্রাহক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ডাকসু ভবনটি ট্রেজারারের নিয়ন্ত্রণে।

সংগ্রাহক গোপাল চন্দ্র দাস 'সংবাদ'কে বলেন, ডাকসু সংগ্রহশালায় যেসব ইতিহাস উপাদান সংগৃহীত আছে, সেগুলো জায়গার অভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রদর্শন করা যাচ্ছে না। স্টোর রুমে প্রচুর উপাদান পড়ে রয়েছে।

ডাকসু সংগ্রহশালা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, সমগ্র বাংলাদেশের একটি অন্যতম সংগ্রহশালা। এটিকে আরও সম্প্রসারিত ও সংস্কার করা হলে এটি বাংলাদেশ ও বিদেশের কাছে অন্যতম জাদুঘর হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

ডাকসু সংগ্রহশালায় প্রতিদিন ৫০/৬০ জন ছাত্রছাত্রী ও বিদেশী পর্যটকসহ সাধারণ দর্শনার্থীরা আসেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা ভিড় করে এ সংগ্রহশালা সব সময় সরগরম রাখেন।

ডাকসু সংগ্রহশালায় ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্রিটিশ সৈন্য থমাস হিউমের প্রেমের চিঠির ছবি আছে। এখানে আরও আছে হিটলারের ব্যবহৃত জ্যাকেটের ছবি, ডাকসু ভিপি ও জিএস'র পূর্ণাঙ্গ ছবি, মুক্তিযুদ্ধে ১৫১ জন শহীদের নাম সংবলিত বোর্ডের ছবি।

১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ছবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সার্টিফিকেট, নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ব্যবহৃত টুপি, একাত্তরের শহীদ শিক্ষকদের ছবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিয়া ও মুজিবের আগমনের দাওয়াতপত্র এবং তাদের ছবি, ৮ ভাষা শহীদের জীবনবৃত্তান্ত, ঐতিহাসিক আমতলার আমগাছটির গুঁড়ি, ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিলপত্র, মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় ছবি, শহীদ আসাদের পোর্ট্রেট, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক নিয়াজ জামানের ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহ-ভালবাসার ছবি এবং হুমায়ুন আজাদের সাইকেল চালানোর ছবি। আছে নবাবের নাচঘরের পোর্ট্রেট, বাবুই পাখির বাসা ও মৌচাকের বাসা, যা আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এছাড়াও রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত সব পত্রপত্রিকা ও স্মারকগ্রন্থ।

ছাত্রছাত্রীরা ডাকসু সংগ্রহশালায় এসে মুগ্ধ হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন সায়েন্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী মন্দিরা এষ বলেন, ডাকসু সংগ্রহশালায় এসে ছবিগুলো দেখলে একটি থ্রিল মনে হয়। এখানকার অনুভূতিগুলো অনুপ্রেরণা জোগায় জাতির জন্য কিছু করার। একই বিভাগের ছাত্রী ইতি রানী দাস বলেন, ডাকসু সংগ্রহশালায় এলে অনেক কিছু জানতে পারি। যেসব জিনিস ছাত্ররা বই পড়ে মুখস্থ করে সেগুলো আমরা দেখেই শিখে ফেলি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন হিমু বলেন, যে জাতি তার অতীত ঐতিহ্য লালন-পালন করতে পারে না তারা কখনও উন্নত হতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু সংগ্রহশালা তার অতীত ঐতিহ্যকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক দুলাল হোসেন বলেন, ডাকসু সংগ্রহশালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর প্রাণের স্পন্দন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন ও ডাকসুর সব কার্যক্রমের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ডাকসু সংগ্রহশালা। এটিকে আরও গতিশীল ও সক্রিয় করতে এ জায়গাটিকে সম্প্রসারিত ও সংস্কার করা প্রয়োজন। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের অগ্রণী নেতৃত্ব, বিবেক, অনুভূতি, মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটাতে আমাদের গৌরব, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও কীর্তিকে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ডাকসু সংগ্রহশালাকে আরও বিস্তৃত ও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন।